ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ১৬-৭-৯৫ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাসিক সভা ১৬-৭-৯৫ ইং তারিখে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় ক্যান্টনমেন্ট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল এ টি এম এন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১।	ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমেদ মোল্লা এস ই এম ও ও অধিনায়ক সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
২।	ক্যাপ্টেন শহিদুজ্জামান খান (জি) (সি ডি) পি এস সি বি এন এস হাজী মহসিন ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
৩।	উইং কমান্ডার এম মনিরুল হোসেন অধিনায়ক, প্রশাসনিক শাখা বি এ এফ বেস বাশার ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৪।	লেঃ কর্ণেল মোঃ আমিনুর রহমান সি এম ই এস (আর্মি) ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৫।	জনাব মোঃ আজিজ খান ১৪/এ, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
৬।	ফ্লাঃলেঃ এ বি এম এ রশিদ (অবঃ) ৩২, ডি ও এইচ এস বনানী ঢাকা সেনানিবাস।	- সদস্য	- উপস্থিত
৭।	জনাব মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসকের দপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য	- অনুপস্থিত
৮।	জনাব মোঃ আব্দুল হক ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	- সেক্রেটারী	- উপস্থিত

উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবর্গকে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভায় আলোচ্যসূচীর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

প্রস্তাব নং-১ঃ গত ২৯-৬-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- বিগত ২৯-৬-৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হইল।

-২ঃ জোনটা ইন্টা রন্যাশনাল কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের তৃতীয় তলায় রোগীদের জন্য কেবিন নির্মাণের ব্যাপারে উক্ত হাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসারকে সম্বোধিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ১২-৭-৯৫ ইং তারিখের আবেদন পত্রের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সিদ্ধান্তঃ-সেনাসদর হইতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর বিষয়টি বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

-৩ঃ ঢাকা সেনানিবাসস্থ সি এম এইচের সামনে ২(দুই)টি যাত্রী ছাউনি ও উক্ত এলাকায় ১(এক)টি পার্ক নির্মাণের নিমিত্তে মূল্যানুমান ও নকশা অনুমোদন করণ।

সিদ্ধান্তঃ-ঢাকা সেনানিবাসস্থ সি এম এইচের সামনে ২(দুই)টি যাত্রী ছাউনি ও উক্ত এলাকায় ১(এক)টি পার্ক নির্মাণের মূল্যানুমান ও নকশা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা গেল।

নং-৪ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বর্তমান নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এম, জামানের চাকুরীর মেয়াদ চুক্তি ভিত্তিক ৩(তিন) বৎসর বৃদ্ধির আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করণ। এই ব্যাপারে অধিদপ্তরের ২৭-২-৯৫ ইং তারিখের ১৭/এমএলএন্ডসি/পিএফ/৩/শা-২/১০৮ নং পত্র উপস্থাপন করা গেল।

সিদ্ধান্তঃ-বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

নং-৫ঃ বাংলাদেশ টোব্যাকো কোং লিঃ কর্তৃক মহাখালীতে তাহাদের ফ্যাক্টরী এলাকার অভ্যন্তরে বায়োফিল্টার স্থাপন এবং উহার জন্য ভবন নির্মাণের অনুমতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এতদ্ব্যাপারে 'সাভূসে' অধিদপ্তরের ৬-৭-৯৫ ইং তারিখের ৬/এমএলএন্ডসি/এমই৩/৩৩-৫/শা-৩/৪৭ নং পত্র এবং বি টি সি'এর ৪-৭-৯৫ ইং তারিখের সর্বশেষ পত্র উপস্থাপন করা হইল।

সিদ্ধান্তঃ-বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোং লিঃ এর সংগে সম্পাদিত ইজারা নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ফ্যাক্টরী এলাকার অভ্যন্তরে বায়োফিল্টার স্থাপনের জন্য ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান আইন সিদ্ধ হইবে না বিধায় প্রস্তাবটি বিবেচনা করা সম্ভব হইতেছে না। ইহাছাড়া সেনাসদর, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল শাখা, চলাচল এবং বাসস্থান পরিদপ্তরের পত্র নং-৩৯১৭/১/ইউ/এমডিউ-২, তারিখঃ ২৫-৫-৯৫ ইং এর আলোকে ইজারা নবায়ন সম্পর্কে অগ্রগতি সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর হইতে জানার পর বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা যাইতে পারে। বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসকে অবহিত করা হউক।

বিষয় নং-৬ঃ জনতা ব্যাংক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট শাখার মাসিক ভাড়া ১৬-৫-৯৫ ইং হইতে পুনঃধার্য করতঃ পরবর্তী ৬(ছয়) বৎসরের ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এতদ্ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ০২-৭-৯৫ ইং তারিখের ক্যাসুমা/মোঃদেঃহোঃ/সাধারণ-১/৯৫ নং পত্র উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-বিষয়টি সম্পর্কে বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, জনতা ব্যাংক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট শাখার পূর্বের চুক্তির মেয়াদ মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৪.৫০(চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী গত ১৬-৫-৯৫ ইং তারিখে শেষ হইয়া যায়। ইহার প্রেক্ষিতে জনতা ব্যাংক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেট শাখা পুনরায় ৬(ছয়) বৎসরের জন্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য আবেদন করিলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সভায় প্রতি বর্গফুট ৮.০০(আট) টাকা হারে মাসিক ভাড়া প্রদানে ইচ্ছুক থাকিলে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মর্মে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখা হইলে উক্ত ব্যাংক তাহাদের লিখিত পত্রের মাধ্যমে প্রতি বর্গফুট ৬.০০(ছয়) টাকা হারে মাসিক ভাড়া প্রদান করিতে সম্মত হয়। ইহার প্রেক্ষিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সুপার মার্কেটস্থিত জনতা ব্যাংক ভবনের মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৬.০০(ছয়) টাকা হিসাবে নির্ধারণের বিষয়ে বোর্ডের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। তবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্তমানে জনতা ব্যাংকের সংগে উক্ত ভবনটি ৬(ছয়) বৎসরের জন্য ভাড়া প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাইবে না এবং এক বৎসরের জন্য মাসিক

৩য় পৃঃদ্রঃ

ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদন করা যাইতে পারে। কচুক্ষেত-বনানী সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রেক্ষিতে ক্যান্ট মেন্ট সুপার মার্কেটের যে ১১২টি দোকান ভাংগা হইবে উক্ত দোকানগুলির স্থান নির্বাচনের পর জনতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রাজী থাকিলে বোর্ডের পরিকল্পিত জায়গায় ব্যাংক স্থাপনের জন্য জনতা ব্যাংকের সংগে ৬(ছয়) বছর মেয়াদের চুক্তিপত্র সম্পাদন করা যাইতে পারে।

প্রস্তাব নং-৭ঃ মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর ক্যান্টিন ইজারার ব্যাপারে 'সাভূসে' অধিদপ্তরের ৮-৭-৯৫ ইং তারিখের ৭/এমএলএকেসি/ঢাকা/৭৬-এ-২/পা-৮/৫৩ নং পত্র উপস্থাপন করা হইল।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। উক্ত সভায় ক্যান্টিনটি ইজারার ব্যাপারে সি ই ও একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

প্রস্তাব নং-৮ঃ ডি ও এইচ এস মহাখালীতে সি এস ডি'র জন্য নির্মিত ভবনের ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে সি এস ডি'র মহা-ব্যবস্থাপকের ২৫-৪-৯৫ ইং তারিখের পত্রের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ-বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সি এস ডি কর্তৃপক্ষের আবেদনটি গ্রহণযোগ্য নহে বিধায় সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের পূর্বের নির্ধারিত হারে ভাড়া আদায় করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত সি এস ডি কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়ার জন্য সি ই ও'কে দায়িত্ব প্রদান করা গেল।

প্রস্তাব নং-৯ঃ বিবিধঃ

(ক) কচুক্ষেত-বনানী সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রেক্ষিতে কচুক্ষেত সুপার মার্কেটের ১১২টি দোকান ভাংগার জন্য দোকানের মালিকদিগকে নোটিশ প্রদান ও তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য জায়গা নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

(খ) ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ইমারত নির্মাণের জন্য নকশা অনুমোদনের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ- (ক) বিষয়টি সম্পর্কে বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কচুক্ষেত-বনানী সংযোগ সড়কটি নির্মাণের ব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও পাওয়া গিয়াছে। উহার প্রেক্ষিতে উক্ত সড়কের দুই পার্শ্বের দোকানগুলি জরুরী ভিত্তিতে ভাংগার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন বিধায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া নিলামের মাধ্যমে দোকানগুলি ভাংগিয়া ফেলার জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। উক্ত সড়কের দুই পার্শ্বের মোট ১১২টি দোকানের মালিকগণকে ১৫(পনের) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া দোকানগুলি খালি করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সংশ্লিষ্ট দোকানের মালিকগণ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে অন্য যে কোন খালি জায়গায় ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদিগকে নকশা মোতাবেক সুপার মার্কেটের ত্রিকোনাকার পার্কের দক্ষিনাংশে ১ হইতে ৬০ নম্বর পর্যন্ত দোকানদারদিগকে ব্যবসা করার সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া ৬১ হইতে ১১২ পর্যন্ত দোকানের মালিকদিগকে জনতা ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে এবং অন্যান্য খালি জায়গায় ব্যবসা করার সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। তবে এই সমস্ত স্থানে কোন দোকানদার পাকা ঘর নির্মাণ করিতে পারিবে না এবং তাহারা টিনের বেড়া ও টিনের ছাউনি দ্বারা সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে দোকান নির্মাণ করিতে পারিবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

নিজ খরচে

৪র্থ পৃঃদ্রঃ

(খ) বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং তারিখে ঢাকা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন জারী হয়। ফলে পূর্বের ইমারত নির্মাণ উপ-আইন উক্ত তারিখ হইতে অকার্যকর হইয়া যায়। কিন্তু যে সমস্ত ইমারতের নকশা পূর্বের উপ-আইন অনুযায়ী অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং নির্মাণ কার্য অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী অসমাপ্ত রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে বর্তমানের উপ-আইন কার্যকর করিতে গেলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায়, পূর্বের উপ-আইন অনুযায়ী নির্মিত/অসমাপ্ত ভবনসমূহের উপরের দিকে পাঁচতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ কাজ এবং নীচতলায় কোন প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন পূর্বের উপ-আইনের বিধান মোতাবেক করা যাইবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শেষ করেন।

১৬.৭.২৫

(মোঃ আব্দুল হক)
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ও
সেক্রেটারী
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্নেল এ টি এম এন চৌধুরী)
প্রেসিডেন্ট
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।